সম্পূর্ণ কমিক্স
ভুশণ্ডীর মাঠে
কাহিনি: পরশুরাম
ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়
গ্রামের নাম পেনেটি। একদিন রাতে শিবু ভট্টাচার্যের বাড়িতে দক্ষযজ্ঞ চলছে। এটি কোনও নতুন ঘটনা নয়, মাঝে-মাঝে শিবুর স্ত্রী নৃত্যকালী শিবুকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে থাকে।
আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।
হতচ্ছাড়া, পালানো হচ্ছে আবার! এই দ্যাখ মজা!

জীবনে আর এমুখো হবে না, বলে দিলাম।
আর পারা যায় না। এর বিহিত করে তবে আমি ফিরব!
এখন উনিই ভরসা। উনি নিশ্চয়ই এর বিহিত করবেন।
হাওড়া স্টেশনে নেমে শিবু সোজা কালীঘাটে চলে গেল।
হে মা কালী, সবই তো জানো মা। নেত্যকালী, মানে আমার বউ আমাকে মেরে তাড়িয়েছে মা।
কিছু একটা ব্যবস্থা করো মা। তুমিই আমার ভরসা। বউটা, একবার দ্যাখো মা, আমার ভিটেমাটি থেকে আমাকেই তাড়িয়েছে। ওই বউ বেঁচে থাকতে আমার শান্তি নেই মা। ওকে তুমি টেনে নাও মা। আমি একটা, না না, দু'টো মানে জোড়া পাঁঠা বলি দেব মা। দোহাই মা।
আমি জানি তুমি কিছু না-কিছু ব্যবস্থা করবেই মা, তবে খুব তাড়াতাড়ি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। রক্ষে করো!
ব্যাস, আর চিন্তা নেই। মা কালীর খেলা শুরু হল বলে।

বড় বাড় বেড়েছিল নেত্য, এবার বুঝবে মজা। এতক্ষণে হয়তো কিছু একটা ঘটে গিয়েছে।

হঠাৎ...

বা-বা-গো! হঠাৎ পেটে ব্যথা শুরু হল কেন? উ-হু-হু-হু!

ওরে বাবা রে! মা রে! মরে গেলাম গো! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে!

কোনওরকমে পেনেটি স্টেশনে নেমেই শিবুর ভেদবমি শুরু হয়ে গেল।

আরে এ তো এ-পাড়ার শিবু!

অবস্থা সুবিধের নয়। ওকে বাড়ি নিয়ে যা!

অবস্থা খুবই খারাপ রে!

হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চল! বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়।

মা কালী বোধ হয় উলটো বুঝেছিলেন। বাড়ি যাওয়ার পথেই শিবু ইহলোক ত্যাগ করল। নৃত্যকালী স্বামীর মৃতদেহের সামনে কেঁদে ভাসিয়ে দিল।

ওগো, এ তুমি কী করলে গো!

আহা রে, বড় ভালমানুষ ছিল!

শিবুর মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা হচ্ছে। এই ফাঁকে শিবুর আত্মা বাইরে বেরিয়ে এল।

দিলে আমার সাধের শরীরটাকে পুড়িয়ে। না, আর এখানে মন টিকছে না!

নতুন আস্তানার খোঁজে শিবু উত্তরমুখে রওনা দিল।

অনেক জায়গা ঘুরে-ফিরে শেষে শিবু ভুশণ্ডীর মাঠে পৌঁছল।

বাঃ, জায়গাটি চমৎকার!

এই গাছটাও বেশ। এখানেই আস্তানা করলে হয়।

কী, দাদার কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

কে, কে আপনি?

আজ্ঞে, ধূর্জটিপ্রসাদ সাউ। এই বেলগাছেই বাস। দাদার গাছটি পছন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে? হেঁ হেঁ!

বিলক্ষণ ধরেছেন দাদা। যদি দয়া করে থাকতে দেন!

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! থাকুন না। বেশ দু'জনে মিলে মজা করে থাকা যাবে। হেঁ হেঁ!
অনেক ধন্যবাদ দাদা!
বেলগাছে শিবুর আস্তানা ঠিক হয়ে গেল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শিবু বেশ জমিয়ে নিল অন্য ভূতেদের সঙ্গে। আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্কে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।
একদিন বিকেলবেলা...
আজ মনটা বড় খালি-খালি লাগছে। কিছুই ভাল লাগছে না। যাই, মাসির সঙ্গে দু'টো কথা বলে আসি, হয়তো মন ভাল হয়ে যাবে।
কী গো মাসি, আজ ক'টা মাছ উঠল?
আর বোলো না! কার নজর লেগেছে কে জানে! একটা মাছও আজ উঠল না গো!
এই দু'জনের সঙ্গেও শিবুর খুব ভাব।
শাঁকচুন্নি!
ডাকিনী!

বেঁচে থাকাকালীন একা-একা লাগলেই শিবু গলা ছেড়ে গান ধরত। আজও সে তালগাছের গোড়ায় বসে গান ধরল। স্বভাব যায় না মলে, কথাতেই আছে।
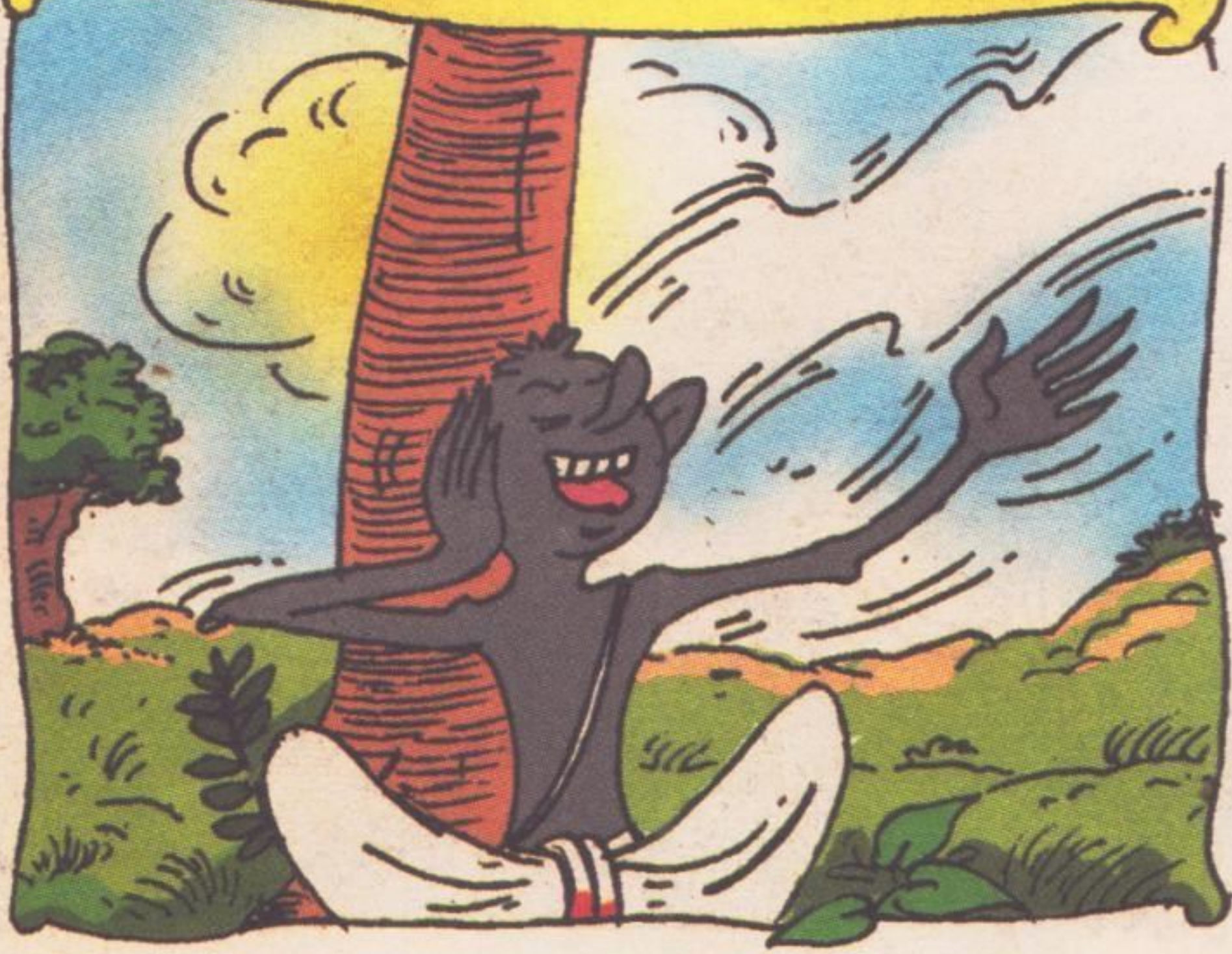
তালগাছে কে রে?

কারিয়া পিরেত বা....!

কেলে ভূত? নেমে এসো বাবা!

নিমেষে কারিয়া পিরেত শিবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

প্রণাম বাবুজি, প্রণাম!

জিতে রহো! একটু তামাক খাওয়াতে পারিস?

জি, জরুর! ছিলিম হ্যায়?

আরে দুর? ছিলিম পাব কোথায়? জোগাড় কর না!

আভি লাতা হু বাবুজি!
দশ মিনিটের মধ্যেই...
লিজিয়ে বাবুজি!
আরে বাঃ! এত তাড়াতাড়ি সব জোগাড় করে ফেললি? কাজের ছেলে তো তুই!
বাঃ বাঃ, বেড়ে তামাক!
তারপর তোর হালচাল সব বল। এখানে এলি কী করে?
জি ছাপরা জেলায় ঘর আমার। জরু, গোরু, জমি, ঘর সবকুছ ছিল বাবুজি। শুধু বউটা খুব রাগী ছিল। খুব ঝগড়া হত আমাদের। একদিন হামি রাগ সামলাতে না পেরে বউকে এমন মার মারলাম।
মরগিয়া রে!
বউটা মরে গেল?
নেহি বাবুজি। লেকিন তারপর আমি সিধা কলকাতায় চলে এলাম। দেশে আর ফিরিনি। ফির একদিন খবর এল যে, আমার বউ মরে গিয়েছে। এখানে কুলির কাজ করতাম বাবু। একদিন ভারী ওজন তোলা হচ্ছে কপিকলে। হঠাৎ...
ধ ড়া ম!
আ আ আ আ!

আহা রে, মরে গেলি তুই?
জি, বাবুজি! তারপর থেকে এই ভুশণ্ডীর মাঠে।
দিন বাবুজি! দু'টান মারি।
হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নে!
হঠাৎ...
ভায়া, কলকেটায় কিছু আছে নাকি?
কে, কে বলল কথাটা?
কৌন্ হ্যায়?
ইটভাঁটার পিছনে কেউ আছে!
ঠিক ধরেছ, আমি আছি।
কে আপনি?
আমি নদের চাঁদ মল্লিক। সবাই 'নাদু মল্লিক' বলে ডাকত। দে, কলকেটা দে!
নাদু মল্লিক তামাক সেবন করতে থাকলেন।
কী নাম ভায়ার?
আজ্ঞে, শিবু ভট্টাচার্য।

বামুন! বাঃ বাঃ! তা আমার কিছু সম্পত্তি ছিল, ওই তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার পিছনে পোঁতা আছে, বুঝলে! আমি যক্ষী হয়ে সেসব আগলাচ্ছি!

খবরদার! নজর দেবে না ওদিকে! হাতে হাতকড়া পড়বে! থুঃ থুঃ।

না না, আপনার, মানে এখানে কতদিন হল?

সাড়ে তিনকুড়ি বছর। হে হে! আর তোমরা তো সেদিনের ছোঁড়া। আবার গানেরও শখ আছে দেখছি!

ওই আরকি? একটুআধটু!

বেশ, বেশ! তা কালোয়াতি গান শিখতে হলে আমার শাগরেদ হয়ে যাও। যদিও আওয়াজটা খোনা হয়ে গিয়েছে, তবুও মরা হাতি লাখ টাকা। কী বলিস কেলো?

ঠিক বাত! মরা হাতি লাখ রুপিয়া, অউর জিন্দা হাতি কা দাম কুছ নেহি।

মহাশয়ের পরিচয় যদি একটু খুলে বলেন?

কালিদাসের নাম শুনেছ হে?

একজন কালিদাসকে চিনি, কবি!
হ্যাঁ, তিনিই। আমার ভায়রাভাই, বুঝলে? ছোকরা পটল তুলেছে অনেকদিন।
বলেন কী?
হ্যাঁ, সবই ছিল, বুঝলে! টাকাপয়সা, বউ, গাড়ি, বাড়ি। কিন্তু একটাই সমস্যা।
বউটা দজ্জাল ছিল নিশ্চয়ই?
কী করে বুঝলে?
সবারই এক ইতিহাস।
ঠিক বাত।
একদিন বউয়ের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হল।
বউ আমার পিঠে চ্যালাকাঠ দিয়ে ঘা মেরে পালাল। ভাবো একবার, আমি নাদু মল্লিক, ডাকসাইটে উকিল, কিচ্ছু করলাম না। মুখ বুজে সব সহ্য করে গেলাম। তবে ভগবান আছেন, কিছুদিনের মধ্যেই বউয়ের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হল।
তার কিছুদিন পরে আমিও পটল তুললাম। সেই থেকে ভায়া, এই ভুশণ্ডীর মাঠে ঘাঁটি গেড়েছি।
নাদু মল্লিক বিমর্ষভাবে গল্প শেষ করলেন।
সব স্যাঙ্গাতেরই এক হাল ভায়া!
যা বলেছেন দাদু। তবে তাও মনটা মাঝে-মাঝে কেমন হু হু করে!
কোনও চিন্তা নেই ভায়া! একটা ভাল পেত্নি, ডাকিনী বা শাঁকচুন্নি দেখে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেব। মন ভাল হয়ে যাবে।
সত্যি!
আলবাত! এখন চলো, একটু গানবাজনা করা যাক! আ হা হা হা!
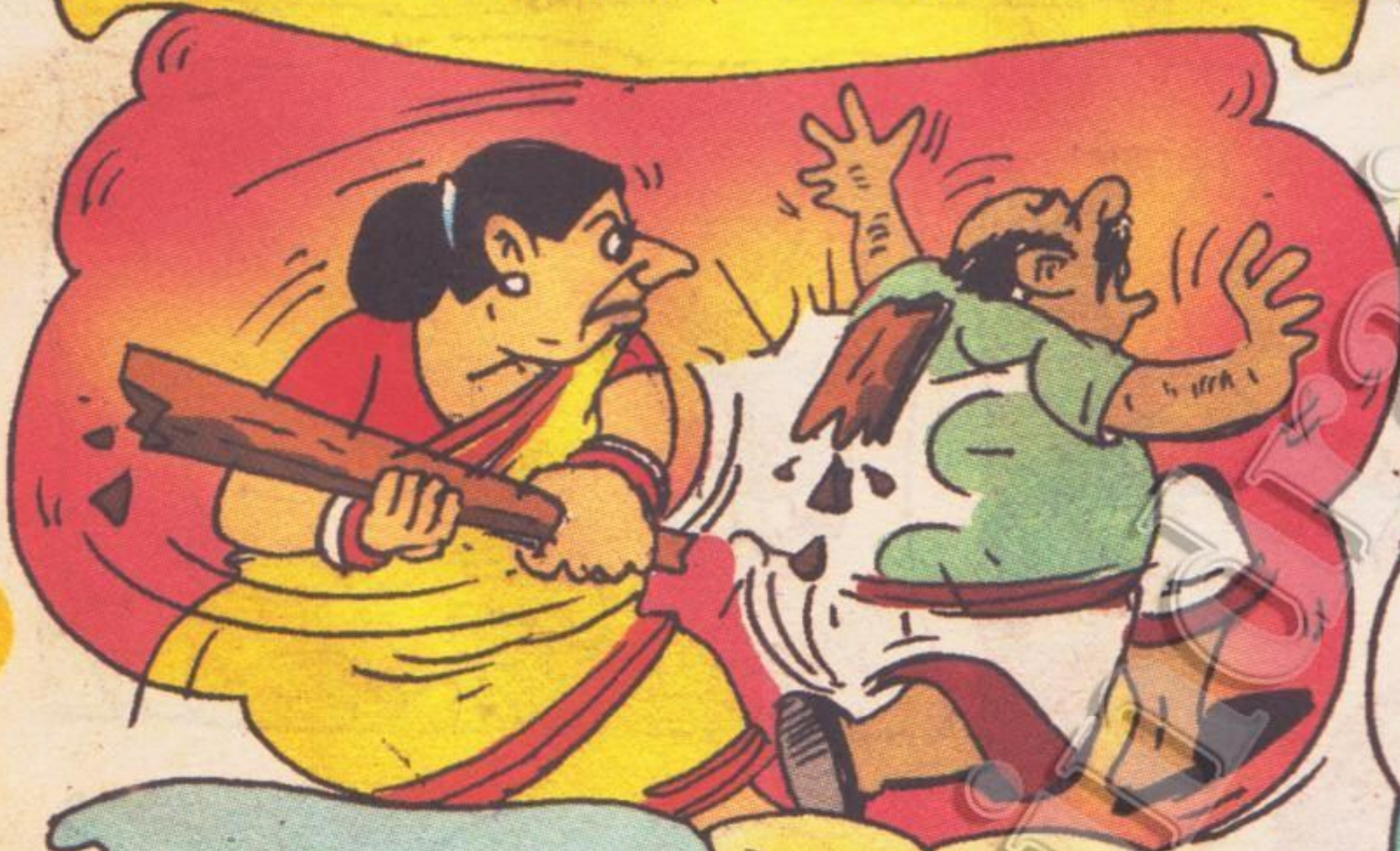
নাদু মল্লিক তাঁর কথা রেখেছেন। আজ শিবুর বিয়ে এক ডাকিনীর সঙ্গে। নাদুবাবুই সব ব্যবস্থা করেছেন। সম্পূর্ণ ভৌতিক পদ্ধতিতে বিয়ে হচ্ছে।
ফুলশয্যার রাতে শিবু ও তার বউ...
এবার যে ঘোমটাটা খুলতে হচ্ছে?
এ-কী-কী-ই-ই, তুমি!
ভেবেছিলে মরে বাঁচবে? হেঁ হেঁ হেঁ!
নেত্যকালী তোমায় ছাড়বে? হেঁ হেঁ হেঁ!

তু-তুমি মরলে কী করে? ওলাউটোয় নাকি?
মরণ! কেন, ঘরে কি কেরোসিন ছিল না?
ও! তাই রংটা একটু ফরসা-ফরসা লাগছে!
একদম বাজে বকবে না বলে দিচ্ছি!
ওরে বাবা, মেজাজটা তো একই আছে দেখছি!
হঠাৎ বাইরে খুব শোরগোলের আওয়াজ আসতে থাকল।
কিসের আওয়াজ হচ্ছে?
কারা চেঁচাচ্ছে বলো তো?
সে আমি কী করে জানব? বাইরে গিয়ে দ্যাখো!
বাইরে এক পেতনি ও এক শাকচুন্নির প্রবল ঝগড়া চলছে শিবুকে নিয়ে।
ও আমার সোয়ামি!
ও তো তোর নাতির বয়সি রে বুড়ি!
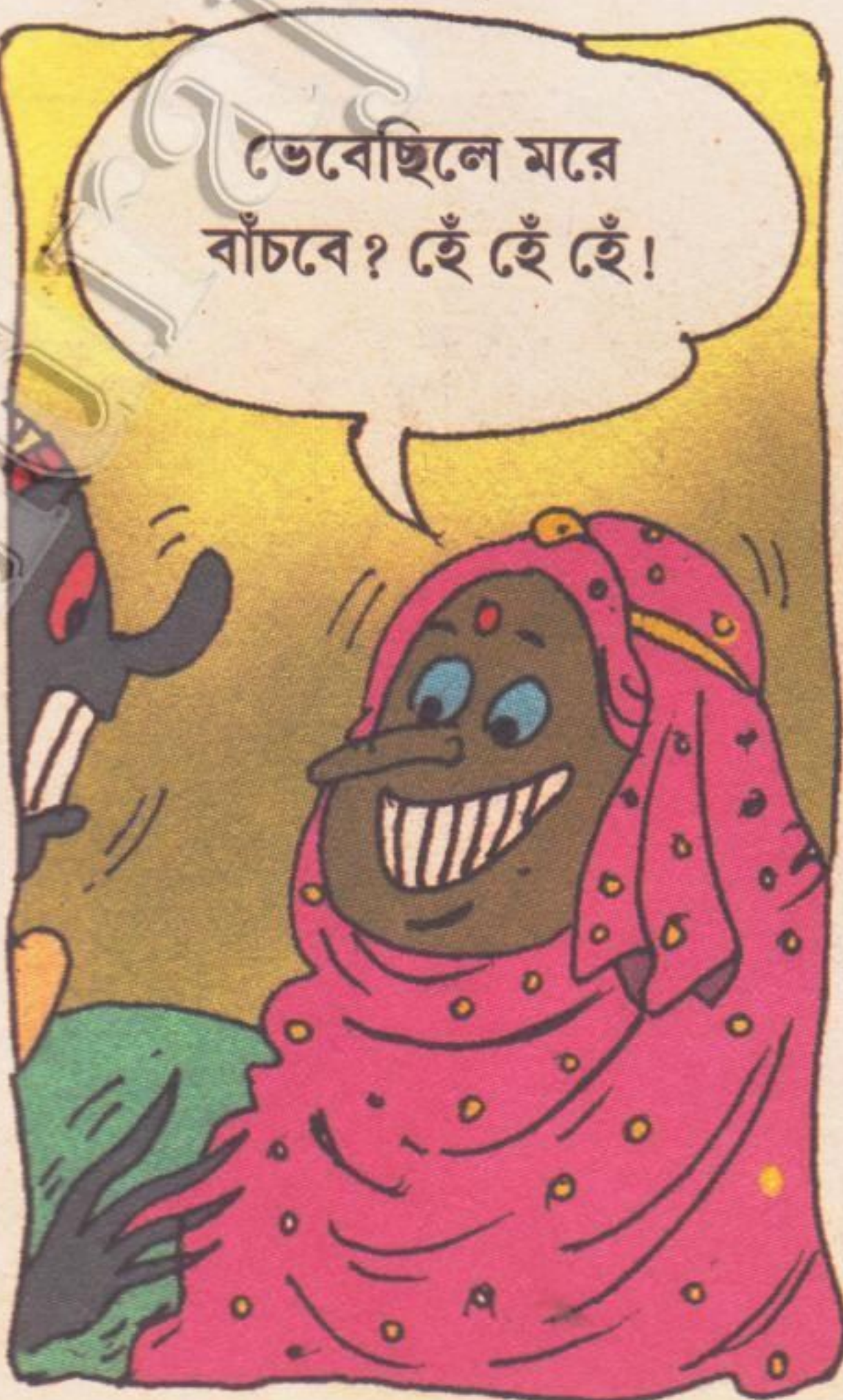
তাতে কী? ও আমার দু'জন্মের আগের বর!
আমি ওর তিনজন্ম আগের বউ, বুঝলি?
চুপ কর মুখপুড়ি...!
তোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব!
বাবা রে! দু'জন্ম-তিনজন্ম, কী বলছে এসব?
নৃত্যকালী উঠে এল...
সরো, তোমায় দিয়ে কিছু হবে না!
কী হচ্ছে এখানে?
তুই আবার কে?
আমি ওর একজন্ম আগেকার বউ। দেখাচ্ছি মজা তোদের।
বটে!
শুরু হয়ে গেল এক ধুন্ধুমার যুদ্ধ!
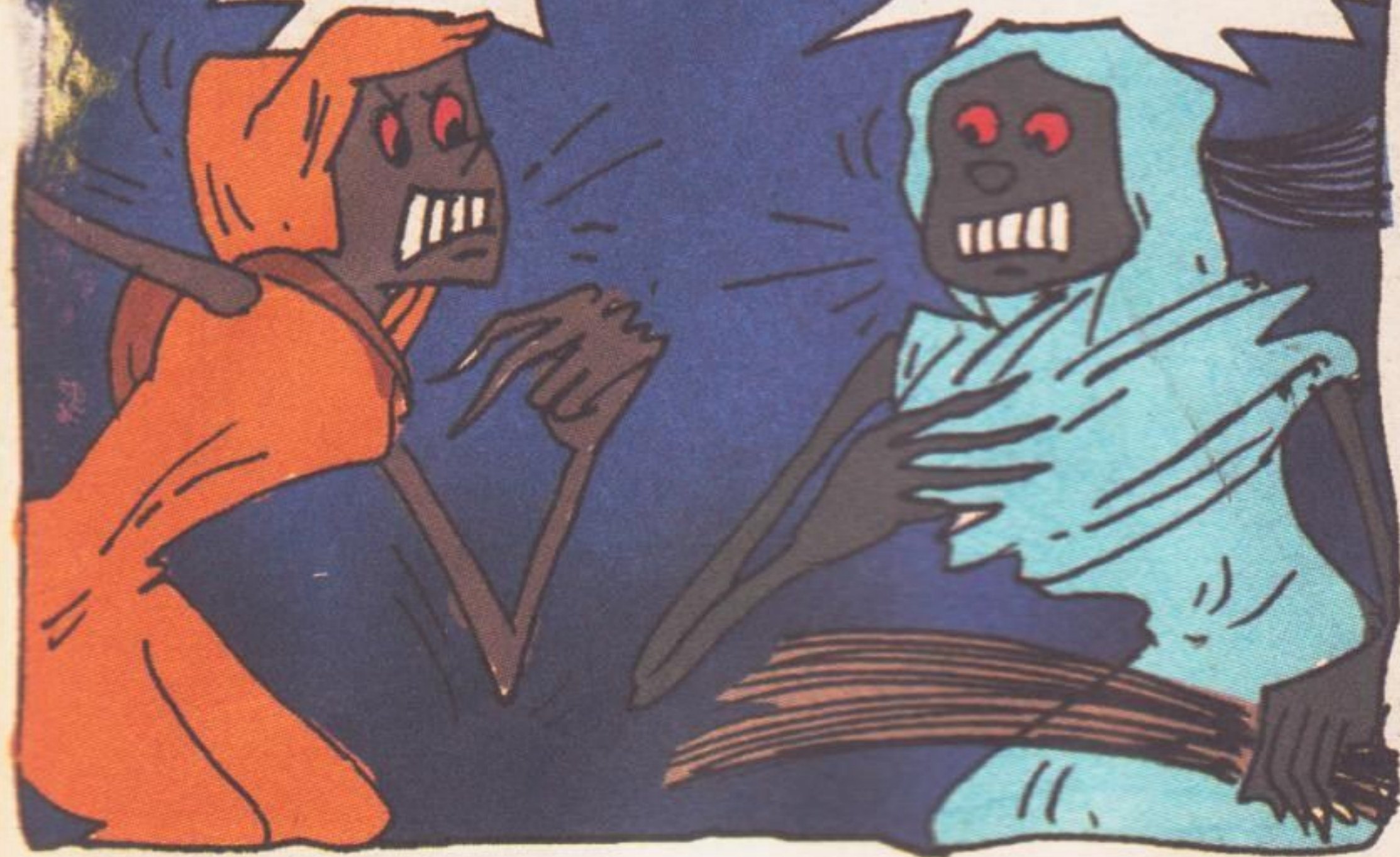
'আমার বর', 'তবে রে মুখপুড়ি', 'ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব'...
সব্বোনাশ! আমি ঘরে গিয়ে সেঁধুই!
দুম! দাম! ধড়াম!
দূরে নাদু ও কারিয়া আওয়াজ শুনতে পেল।
শিবুর বাড়ি থেকে আওয়াজ আসছে রে। চল, চল!
পাশের জানলায় গিয়ে টোকা মার কেলো!
জি, বাবুজি! সামনে খতরা আছে!
বাবুজি! বাবুজি! খিড়কি খোলেন!
অনেক ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।
বাবুজি! বাবুজি!
ওভাবে হবে না। মন্ত্র পড়তে হবে।

ওঁ, ঘরং, উড়োং, ওঁ!
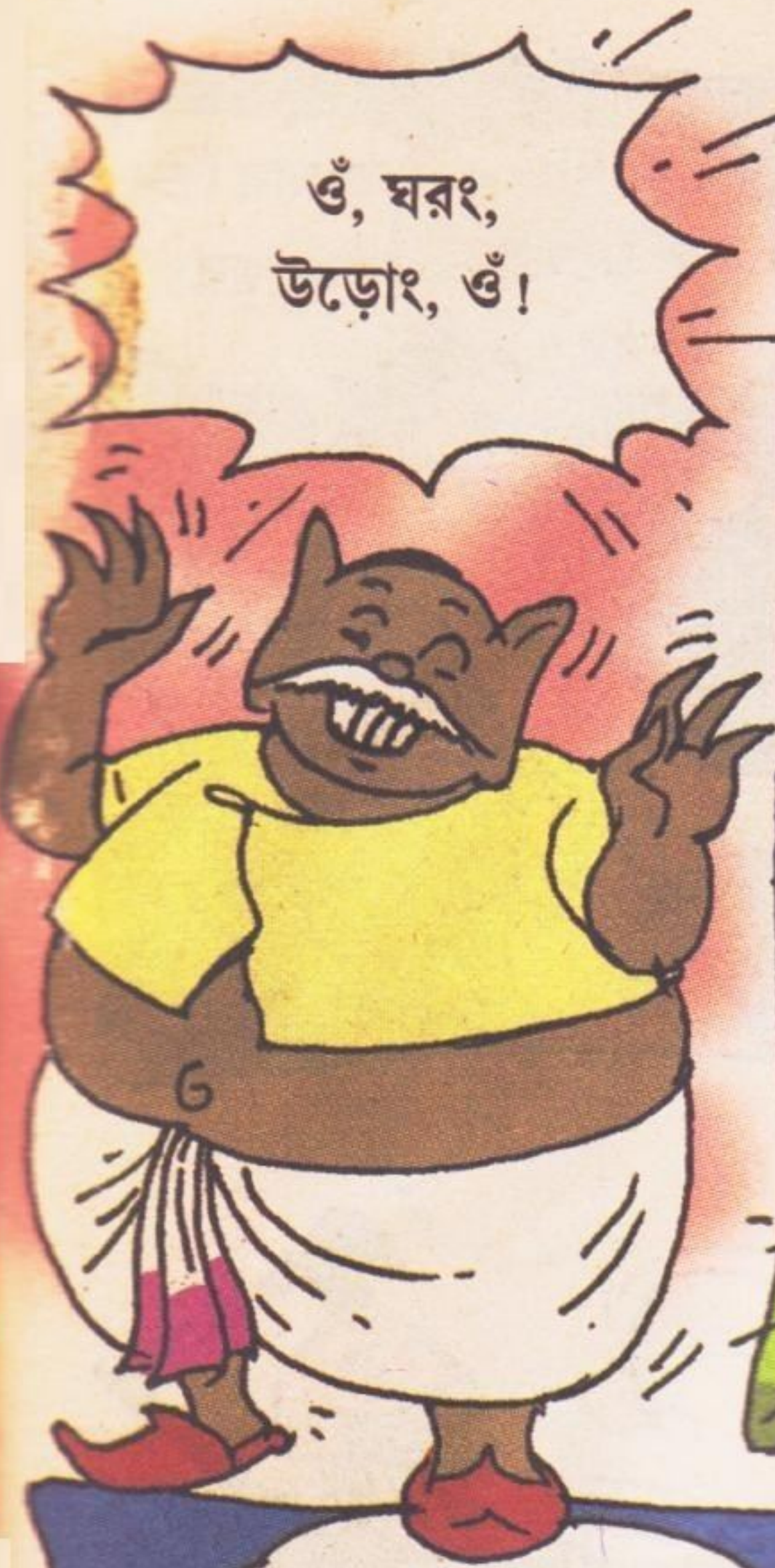
দাদু, আপনি এসেছেন দাদু?

কোনও চিন্তা নেই তোর!

দাদু, ওদের হাত থেকে বাঁচান আমাকে!

অ্যাই, তোমাদের মারামারি থামাও!

কী করছ তোমরা তিনজনে, এ-এ কী?

গিন্নি, তুমি? এসব কী?

আরে মুংরি!

চেনেন একে?

চিনব না? এই তো আমার গেল-জন্মের বউ!

আর হামার মুংরি?

নাম বদনাম কর দিয়া!
এসব কী করছ গিন্নি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!
তোমাকে ছাড়ব ভেবেছ?
ওরে বাবা! না, না!
আমার দু'জন্মের বর!
আমার তিন জন্মের!
এর পর শুরু হয়ে গেল এক সাংঘাতিক কাণ্ড। সেই কাণ্ড আজও চলছে, আজও কেউ কাউকে ছাড়েনি। ছাড়বেও না। বিশ্বাস না হয়, ভুশণ্ডীর মাঠে গিয়ে দেখে আসতে পার!
(সমাপ্ত)